এ কবিতাগুলি প্রকাশের কোন অর্থ হয় কিনা জানিনে—বিশেষ এ সময়ে। তবু প্রাণের যেখানেই প্রকাশ, তার হয়তো খানিকটা মূল্য থাকতেও পারে। সত্য চিরদিনই সত্য থাকবে—হয় তো এই এর একমাত্র সার্থকতা।

ম্যানসেন, জুলাই ১৯৩০

সাথী

আজি মোর মনে পড়ে একদিন ভেবেছিনু মনে
রচিব এ ধরণীতে আপনার লাগি সযতনে
নিরালা বিরামকুঞ্জ। সংসারের সংগ্রামে যুঝিয়া
ঘটনার নিত্য ঘাত প্রতিঘাতে পরিশ্রান্ত হিয়া
সেথায় আনিব টানি বিশ্রামের লাগি। সুগোপনে
ঝরিবে অমৃতধারা, দিবানিশি বরষিবে মনে
স্নেহের সান্ত্বনাবাণী। উৎসবের বাঁশী দিবারাতি
বাজিবে সেথায় মৃদু। সেই সুখগৃহে হবে সাথী
পরিজন-স্নেহপ্রীতি, চিন্তাহীন বাধাহীন হাসি।
নারিকেল কুঞ্জবনে মন্দানিল মর্ম্মরিবে আসি,
কুসুম উঠিবে ফুটি, তরুশাখে গাহিবে কোকিল,
আনন্দে ভরিবে ধরা। উজলিয়া আমার নিখিল
আসিবে প্রেয়সী মম তন্বীবালা রূপসী কিশোরী
পুষ্পসম সুকুমার। তার পানে আপনা বিসরি
রহিব চাহিয়া মুগ্ধ। স্বপ্নভরা তাহার নয়নে
ঝলিবে প্রেমের আলো। প্রাণে মম কোমল গুঞ্জনে

ধ্বনিয়া তুলিবে বাণী। সংসারের রণক্লান্ত হিয়া
যখন বহিয়া আনি তার কাছে দেব লুটাইয়া,
সস্নেহ সান্ত্বনা-বাণী-প্রলেপ পরশে দেহ মন
নিমেষে জুড়াবে মম। এ জীবনে প্রেমের স্বপন
সফলি নামিবে স্বর্গ—সংসারের ঝঞ্ঝা অন্তরালে
প্রেমের স্বপনদেশে কিরীট ঝলিবে মম ভালে।—

আজি আর সেই স্বপ্ন নাহি মম নয়নের আগে।

চন্দ্রানিশীথের মায়া নিদাঘের দীপ্ত রবিরাগে
মিলাইল অকস্মাৎ, প্রভাতের পুষ্পের অন্তরে
নিশির শিশিরবিন্দু দিবসের রুদ্র সূর্য্যকরে
শুকায় যেমন করি। আজি যবে দেখি আঁখি মেলি,
তরঙ্গিত সিন্ধুসম এ জীবন উঠিছে উদ্বেলি
সংগ্রামের আবাহনে। নাহি সেথা স্নেহপ্রীতিমায়া,
সকলের নয়নের অন্তরালে নাহি স্নিগ্ধছায়া,—
সেথা মুক্ত নভোতলে ঝঞ্ঝা চলে দিবসরজনী
অনাবৃত নগ্নপথে চলিয়াছে পুরুষ রমণী
অন্তরের দীপখানি সযতনে জ্বালি। পথ ভরি
কণ্টকিত তরুলতা, অন্ধকারে উঠিছে গুমরি
হিংস্র সর্প ফণা মেলি। ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে নিশ্বসি
দুর্ম্মদ মাতাল বায়ু, মেঘপুঞ্জ তিমির ঝলসি

সাথী

শাণিত বিদ্যুৎরেখা। সে পথে যে হবে মোর সাথী
তাহারে চলিতে হবে কণ্টকিত পথে দিবারাতি।
তাহারে দাঁড়াতে হবে এ ভুবনে নগ্ন উচ্চশিরে,
নিঃশঙ্ক অন্তরে পথ চলিবারে নিবিড় তিমিরে
বিপদ আঘাত সহি। শঙ্কাকুল পথে হাত ধরি
চাহি একে অপরের মুখপানে মরণ উতরি
দিবস রজনী হবে স্থির-আঁখি চলিতে সম্মুখে।
পথের বিপদে সাথী, সহযোগী সব দুঃখসুখে,
বেদনা দিনের বন্ধু, অন্তরের মহীয়সী রাণী
দুর্ব্বল নিরাশা মাঝে জাগাইবে আশ্বাসের বাণী।

বৈশাখ ১৩৩৪

একাকী

সংসারের পথে চলি আপনার স্বপনে বিভোর,
নবীন ভুবন রচি আপনার অন্তরের মাঝে,
সেথায় ফাগুন নামে, সেথা বহে হাসি অশ্রুলোর,
সেথায় আনন্দে হিয়া গুঞ্জরিত উচ্চস্বরে বাজে।
চারিদিকে ধরণীর ধূলিতলে জীবনের কাজে
কোথায় নিভিল হাসি, কার চিতে শুকাইল গান,
—সহসা স্বপন টুটে অশ্রুজলে বেদনায় লাজে,
সহসা নয়ন মেলি শিহরিয়া ওঠে ভয়ে প্রাণ।

এসেছি একলা ভবে, যাব চলি একান্ত একাকী।
যারা এসেছিল কাছে তপ্তভালে স্নিগ্ধ কর রাখি
তারাও রহিল দূরে, তারা কভু হলনা আপন
ঘুচিল না ব্যবধান।   চিরদিন নিখিল ভুবন
রহিল অজ্ঞাতপুরী, মিলিল না সাথী কেহ পথে
চলিনু একেলা ভাসি অন্ধকার নিয়তির স্রোতে।

২

এ তরীতে আমি একা। চারিপাশে নরনারীদল
আপন জীবনকথা গুঞ্জরিছে মৃদু কলরোল—
তবু যেন আমি একা। কেহ নাহি সাথী হেথা মম
সকলি ভাসিছে চোখে নিশিশেষে স্বপনের সম।
উজল রবির আলো, ঝলিছে আবিল জলধারা,
দূরে গ্রামতটরেখা, আকাশে ভাসিছে জলহারা
স্বচ্ছ লঘু মেঘখণ্ড, ধরণীর স্নিগ্ধ শ্যাম ছায়া
রচিছে নয়নে মম মোহময় মৃদু স্বপ্নমায়া।

একলা বসিয়া শুনি আপনারি হৃদয়ের গান।
গুঞ্জরিয়া মৃদু সুরে রচি বসি হাসি দিয়ে গাঁথা
সুখের কাহিনী কত। কর্ম্মহীন অলস পরাণ
মধ্যাহ্ন-সঙ্গীত গাহে—ঘুমে ছেয়ে আসে আঁখিপাতা।
উদাস নয়ন মেলি চেয়ে থাকি দিগন্তের পানে
অলস বিশ্রান্তি ভরে নাহি জানি কিসের সন্ধানে।

মাঘ ১৩৩৩

কুণ্ঠিতা

ভালবাসি,—আপনারো কাছে তাহা বলিতে না চাই
আপন হৃদয়মাঝে শিহরিয়া সরমে লুকাই
শুনিলে প্রেমের কথা। চকিত নয়ন ছুটী মম
নিয়ত চাহিয়া থাকে মুগ্ধ লুব্ধ মধুকরসম,
প্রভাতের আলোরাশি সুরার মদির মোহভরে
মোহন গোপন স্বপ্ন রচে মম নিভৃত অন্তরে।
কেন এই ব্যথাভরা তীব্র সুখ পরাণের মাঝে,
নিমেষে হৃদয়বীণা মুখরিয়া সপ্তগ্রামে বাজে ?
হৃদয়ের সব গান নিস্তব্ধ নীরব হয়ে আসে
নিমেষের শেষ কেন ? কভু হাসি, কভু অশ্রু ভাসে
আঁখিকোণে ? ধরণীর সব আলো সব হাসি গান
সকল মাধুরী মিলি রচিয়াছে একটী পরাণ ?
একটী হৃদয় ঘেরি কেন মম প্রাণের স্বপন ?
একটী জীবন লয়ে কেন মম নিখিল ভুবন ?

মাঘ ১৩৩৩

পথিক

আকুল আবেগভরে দিশাহারা ছুটে যেতে চাই,
আপনারে প্রতিদিন নব নব ভুবনে হারাই,
পথের সন্ধান যদি নাহি জানি না করিব ভয়,
পিছনে ফেলিয়া যাব পুরাতন জীবন সঞ্চয়।

যে বেদনা পলে পলে জমে ওঠে হৃদয়ের মাঝে,
দিনের আলোক নেভে অকস্মাৎ অন্ধকার সাঁঝে,
চলিতে চলিতে পথে ভুলে যাই সেই তীব্র জ্বালা
পান করি তীব্র সুরা জ্বালাময় অগ্নি-সুধা ঢালা।

কেবল হৃদয় নাচে, বক্ষ শুধু করে দুরু দুরু
কখন প্রভাত হবে—কবে মোর যাত্রা হবে সুরু,
পুরাতন পরিচিত শত স্মৃতি জড়িত ভুবন
ত্যজিয়া ছুটিয়া যাব সন্ধানিতে নূতন জীবন।
সম্মুখে জ্বলিবে আলো দূর দিগন্তের চক্ররেখা,
অসীম আকাশ ঊর্দ্ধে, তারি তলে যাব চলি একা।

মাঘ ১৩৩৩

নরনারী

গিয়েছিনু গৃহে তব। ভেবেছিনু অন্তরে তোমার
যে সুধা সঞ্চিত আছে, তাহারি খানিক লব মাগি।
জুড়াবে হৃদয়দাহ চঞ্চলতা জীবনে আমার
আকাশে তারার মত স্নিগ্ধ প্রাণে প্রেম রবে জাগি।
যেই দুঃখ অহর্নিশি জাগে মম অন্তরের মাঝে,
যে অতৃপ্তি, যে অশান্তি প্রতিপদে শৃঙ্খলের মত
চরণে বাজিতে থাকে, দেয় আসি বাধা সব কাজে,
আপনার অন্তরের প্রকাশেরে করে প্রতিহত,—
সেই বাধা, সেই বন্ধ রহিয়াছে তোমারো জীবনে।
তোমারো সকল ইচ্ছা ব্যর্থ হয়ে ফিরে শুধু আসে।
বিদ্রোহ-গরল-তিক্ত চিত্তে সাধ জাগে ক্ষণে ক্ষণে
নিমেষে ভাঙিয়া ফেলি ভালমন্দ যত নাগপাশে।
নরনারী মোরা সবে চাহি একে অপরের মুখে
অজ্ঞাত অজানা পথে চলিয়াছি আঁধারে সম্মুখে।

ফাল্গুন ১৩৩৩

যাত্রী

হে বন্ধু, নবীন পথে যাত্রী তুমি চলিয়াছ একা
উষার আলোক সাথে। নাহি জানি কোথা পথরেখা।
কোথাও কি আছে পথ? অথবা কণ্টক-বনমাঝে
গহন কানন ভেদি স্থির-হিয়া আপনার কাজে
তোমারে চলিতে হবে দিবস রজনী? যারা সবে
আপন সুখের স্বপ্নে কাটাইছে বিলাস বিভবে
জীবনের দিনগুলি, তারা সবে আসি দলে দলে
কলঙ্ক ছড়াবে তব, বাক্যবাণে তিক্ত অশ্রুজলে
ভাসাইতে বক্ষতল চাহিবে তোমার। শিরে তব
কণ্টক-মুকুট দিয়া উপহাস অপমান নব
তুলিবে পুঞ্জিত করি। তারি মাঝে হৃদয় তোমার
থাকিতে পারিবে জাগি? লক্ষ্য স্থির রাখি আপনার
চলিতে পারিবে নিত্য সম্মুখের আলোকের পানে,
জীবন মুখরি তুলি অন্তরের জয়ধ্বনি গানে?

ফাল্গুন ১৩৩৩

শ্রান্তি

শোক নহে, দুঃখ নহে, শুধু গুরু পাষাণের ভার
নিষ্পেষিছে নিশিদিন বাক্যহীন অন্তরে আমার।
বক্ষমাঝে চিত্ত মম স্তব্ধ যেন হল অকস্মাৎ,
টলিছে সকল দেহ লভি পথে কঠিন আঘাত,
অশ্রু গেছে শুকাইয়া—বেদনার কোমল প্লাবন—
কঠিন পাষাণ সম প্রাণহীন সর্ব্ব দেহমন।

শুধু বড় ক্লান্ত লাগে। আলো বড় রূঢ় লাগে চোখে।
অবসাদ মায়াজাল ছড়াইছে দিনের আলোকে।
অর্থহীন, লক্ষ্যহীন মনে হয় সব কাজ মোর,
জীবন যৌবন-স্বপ্ন এ জীবনে হল বুঝি ভোর।
মনে হয় ধূলিতলে এলাইয়া শ্রান্ত তনুখানি
মরণের অন্ধকারে শুনি স্তব্ধ তারকার বাণী।

চৈত্র ১৩৩৩

ভিক্ষা

তোমার কুসুম রাশি—আমি তার একটী পল্লব
নীরবে মাগিয়াছিনু। আকাশের কত শত তারা,—
তাহার একটী যদি মোর প্রাণে তোলে গীতিরব,
আমার অন্তর ভরি সঙ্গোপনে ঢালে সুধাধারা,
আকাশ করেনা রোষ। তোমার কাননে আসি আমি
একটী কুসুম যদি হৃদয়ে লুকায়ে নিয়ে যাই,
কেহ জানিবেনা কথা—অকস্মাৎ যাবে নাক থামি
দক্ষিণ পবন বনে, শুক্লা শশী চাহিবে বৃথাই!

তুমি জানিবেনা কিছু, শুধু মম জীবন ভরিয়া
উঠিবে বাজিয়া বাঁশী। পরাণের আঁধার হরিয়া
আলোক উঠিবে হাসি, ভেসে চলে যাবে মেঘদল
ঝলিবে নয়নকোণে মুক্তাবিন্দু সম অশ্রুজল।
হৃদয়ের বেদনায় হৃদয়ে উঠিবে বাজি গান
হতাশা ভুলিয়া গিয়া স্বপ্ন শুধু দেখিবে পরাণ।

চৈত্র ১৩৩৩

মিনতি

আমি যদি ভালবাসি সে আমার গোপন অন্তরে,—
তুমি কেন কর তাহে রোষ ?
তোমারে কব না কথা, দূর হতে দূরে যাব সরে
সেই যদি তোমার সন্তোষ।
প্রাণের কাননে মম সযতনে ফুটাইব ফুল,
বিরলে গাঁথিব বসি মালা,
স্বপনে হেরিয়া হাসি, স্নেহস্নিগ্ধ নয়ন অকূল
জুড়াইবে হৃদয়ের জ্বালা।

প্রাণের নিকুঞ্জে মম শুনিব কোকিল ওঠে গাহি
পুলকের উচ্ছ্বসিত সুরে,
হৃদয়-যমুনা জলে তুমি আসি ধীরে অবগাহি
ফিরে যাবে শিঞ্জিত নূপুরে।
আমার হৃদয় বনে শুনিব তোমার পদধ্বনি
কনক নুপুর সখি তব,
তোমার মোহন হাসি অন্ধকারে পদ্মরাগ মণি
ছড়াইবে আলোক বৈভব।

ভাবিয়া আপন মনে তুমি ভালবাস সখি মোরে
হৃদয় উঠিবে উছসিয়া,
তোমার পরশ সখি দীপ সম নিভৃত অন্তরে
চিরদিন রহিবে জাগিয়া।

সাথী

কবে হেসেছিলে তুমি, কয়েছিলে প্র ণয়ের বাণী,
তার স্মৃতিরাশি প্রাণ ভরি
বেদনা বেহাগ রাগে নিত্য নব নব গান হানি
এ জীবন তুলিবে মুখরি।

যাব না তোমার কাছে, কর দুটী লয়ে দুই করে
চাহিব না তোমার নয়নে,
তোমারে যে ভালবাসি কহিব না ব্যথাতুর স্বরে,
আসিব না তোমার ভুবনে।
তুমি আপনার পথে বিজয়ের গৌরব গরবে
চলে যাবে মহীয়সী রাণী,
দূর হতে চিত্ত মম তোমারে হেরিয়া সুখী হবে,
অন্ধকারে জাগাইবে বাণী।

চৈত্র ১৩৩৩

বিরহী

সিন্ধুকূলে এলাইত দীর্ঘ পথ খানি
সুদূর দক্ষিণপানে কোথা নাহি জানি
মিলালো দিগন্তশেষে। নিখিল ভুবনে
আলো-ছায়া-মায়া-বাসে সন্ধ্যা খনে খনে
নামিয়া আসিছে ধীরে—চঞ্চল পবনে
তরঙ্গমুখর সিন্ধু জাগাইছে বাণী।

দেখিনু সুদূরে চাহি স্তিমিত আলোকে
নিস্পন্দ নিশ্চল বারি। হেথায় ঝলকে
বেলার আঘাত লাগি উর্ম্মিশিশুদল,
হাসিছে নাচিছে নিত্য উন্মত্ত চঞ্চল।
তরঙ্গ আবেগহারা ঘন নীল জল
দিগন্তরে প্রসারিত স্তব্ধ শান্ত শোকে।

নিঃসঙ্গ পর্ব্বত একা ম্লান অন্ধকারে
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে সাগরের পারে।
নীড় কভু তার বুকে নাহি বাঁধে পাখী,
দক্ষিণ পবন কভু যায় নাকো ডাকি
বসন্তের সমারোহ পুষ্পে পত্রে আঁকি,—
প্রেমহীন চিরদিন রবে একধারে।

রুক্ষ অঙ্গখানি তার ধূলায় ধূসর।
বিন্দু কোমলতা নাহি, নীরস উষর

সাথী

নগ্ন শৃঙ্গখানি তার গগনের তলে
ভীত অপরাধী সম ম্লান কৌতূহলে
দাঁড়ায়ে রয়েছে সদা। দীর্ঘ দিন জ্বলে
নিদাঘ তপন তাপে নিষ্ঠুর প্রখর।

সন্ধ্যার আঁধারে এবে দাঁড়ায়ে একেলা
কাতর নয়ন মেলি দেখে সিন্ধুবেলা।
দেখিছে আঁধার নামে দিগন্ত সীমায়,
রক্ত আঁখি মেলি ম্লান সন্ধ্যা সূর্য্য চায়,
আকাশ সাগর বুকে ভোলে আপনায়,
——সমুদ্র পুলিনে করে উর্ম্মিশিশু খেলা।

সমস্ত অন্তর তার উঠিছে নিশ্বসি।
আপনার নিঃসঙ্গতা চিত্ত মাঝে বসি
জাগায় উদাস গান। দূরান্তের পানে
মেলিয়া করুণ আঁখি কিসের সন্ধানে
ব্যাকুলি উঠিছে হিয়া। অন্ধকারে প্রাণে
সহস্র বাসনা শুধু উঠিছে উচ্ছ্বসি।

আঁধারে ঢাকিল ধরা—ঢাকিল সাগর।
কেবল বেলার পরে চপল মুখর
তরঙ্গ শিশুর নৃত্য কলরোল গানে
ভরিছে সকল চিত্ত—বাজিতেছে কানে
সিন্ধুর গভীর রোল, কাঁদিছে পরাণে
পরিত্যক্ত গিরিশৃঙ্গ নিঃসঙ্গ ধূসর।

ওয়ালটেয়ার বৈশাখ ১৩৩৪

নিরুপমা

নিরুপমা কেন তোমারে যে ভালবাসি
আপনি নাহিক জানি,
শুধু জানি মোর সব গান, সব হাসি
তোমারে ঘেরিয়া রাণি!
ভঙ্গিতে তব কি মায়া জড়ান আছে,
কাজল নয়নে কালো আলো রেখা নাচে,
চোখের চাহনি আসি হৃদয়ের কাছে
কহে কি গভীর বাণী,
কেন ভালবাসে না জানিয়া তবু যাচে
হৃদয় তোমারে রাণি!

তুমি যবে সখি চাহ মোর মুখপানে
কালো দুটী আঁখি তুলি,
হৃদয় আমার উছসিয়া ওঠে গানে,
——কি শুধাও তাহা ভুলি!
হয় তো রোষের বিদ্যুতরেখা ঝলে,
তোমার দীপ্ত নয়নতারকা জ্বলে,
হয় তো সহসা হাসির তুফানতলে
দেহখানি ওঠে দুলি।
কভু হাসি দেখি, কভু তব আঁখিজলে
কি শুধাও তাহা ভুলি।

আষাঢ় ১৩৩৪

রিক্ততা

বন্ধু তোমার করুণ কোমল কর
রাখ একবার তপ্ত ললাট পর।
আজিকে আমার হৃদয়ে জাগিছে তৃষা
বাদল আঁধারে সজল ব্যাকুল নিশা।
তোমার স্নিগ্ধ প্রীতির পরশ খানি
জাগাবে না মোর নীরব হৃদয়ে বাণী ?

অন্তরে মম পরশ মাণিক নাহি
তোমার করুণা কেমন করিয়া চাহি ?
হৃদয়ে আমার নাহিত কুসুম মালা
তোমার লাগিয়া সাজাব বরণ ডালা।
একেলা বসিয়া দিবস রজনী ভরি
তোমার হাসির কিরণ স্মরণ করি।

স্বপন গাঁথিয়া মিছামিছি কেন খেলা ?
সহিব কেমনে অকরুণ অবহেলা ?
হয়তো জীবন হবে মরুভূমি মম
নিরালোক ম্লান দীপহীন গৃহ সম।
ভগ্ন গৃহের শূন্য কক্ষ মাঝে,
সজল পবন কাঁদিবে শাঙন সাঁঝে।

শ্রাবণ ১৩৩৪

হারামণি

কাল রজনীতে দেখিনু আবার তবু কবে মরীচিকা ?
গহন আঁধার নিশীথের বুকে প্রদীপের নীলশিখা।
তখন রজনী গভীর গহন ঘুমায়ে পড়েছে সবে,
সুপ্ত ভুবনে সজল পবন কাঁদিছে কাতর রবে,
দিকদিগন্ত আঁধার-মগন ছেয়েছে মেঘের ভারে,
শিথিল কামিনী সিক্ত ভুবনে ঝরিছে অন্ধকারে,
তারি মাঝে ঝলে একটী তারকা মেলি ভীরু আলো রেখা,
তারি পানে মেলি আতুর নয়ন চেয়ে ছিনু আমি একা।

সহসা চমকি দেখিনু সুদূরে কোথায় আলোক জ্বলে
নীরব মৌন শাঙন রাতির নিবিড় আঁধার তলে।
গগনে গগনে গরজে বাদল গহন তিমির রাতি
কোন মায়াবীর মন্ত্রে সেথায় সহসা জ্বলিল বাতি।
সিক্ত তরুর পল্লব-ঝরা জলে-ভেজা পথ দিয়া,
কিশোরীর মত ত্রস্ত চকিত বহিয়া কম্প্রহিয়া,
দীপশিখা ধীরে এল মোর কাছে—তারি মাঝে দেখিলাম
আমার বুকের সোনার মাণিকে সুন্দর অভিরাম।

তোমরা হাসিছ সংশয়ভরে—হাসিছ হেলার হাসি ?
যে যায় চলিয়া সে কি কভু আর ফিরে দেখা দেয় আসি ?
ধরণীর ধূলি ঢাকিল যাহার সুন্দর বরদেহ
তারে কি গো কভু ফিরাইয়া আনে মায়ের বুকের স্নেহ ?

সাথী

তোমরা ভাবিছ স্বপ্নে কেবল হেরিনু তাহারে রাতে,
স্বপ্নে শুনিনু আমারে ডাকিল চলিতে তাহার সাথে।
কেমনে বোঝাব নহে এ স্বপন, শুধু মরীচিকা নহে,
আলোক-আসনে সত্যই কাল এসেছিল সমারোহে।

যাব আমি চলি ঐ ফুল ঝরা স্বপন-আঁধার পথে,
তোমরা আমারে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না কোন মতে।
বিশ্বাস মোরে নাহি কর যদি, নাইবা করিলে তবে
আমি জানি মনে কে ডেকেছে মোরে এমন মধুর রবে।
প্রদীপ শিখার নীল-উজ্জ্বল সিংহাসনের পরে
জোনাকি খচিত বন পথ দিয়া আসিল আমার ঘরে।
চলে গেল বাছা সেই পথ দিয়া বারে বারে মোরে ডাকি,
কেমনে হেথায় রহিব সোনার খাঁচায় বন্দী পাখী?

যে গান গাহিয়া তার কানে কানে মৃদু গুঞ্জর সুরে
দোলায়ে দোলনা পাঠায়ে দিতাম নিস্মৃতি স্বপন পুরে,
যে গানের সুরে আমার হৃদয়ে উছসি উঠিত সুধা,
আঁকড়িয়া বুকে আঁচল ঢাকিয়া মিটাতাম তার ক্ষুধা,
যে হাসির আলো ঝলিত নয়নে চাহিয়া তাহার পানে,
সেই হাসি গান শুধু আমি আর আমার মাণিক জানে।
সেই গান গাহি, সে আলো নয়নে, সেই সুর লয়ে মনে
এ সাত ভুবন ভরিয়া খুঁজিব আমার বুকের ধনে।

২রা শ্রাবণ ১৩৩৪

বাধা

মানুষ গড়িয়া তোলে বাধা,
মানুষ ভাঙিতে পারে তারে।
হৃদয়ের কাছে আসি মুখপানে চেয়ে হাসি
সে কি ব্যর্থ হবে একেবারে?

তোমার অধরকোণে হাসি
বুঝিতে পারি না সখি আমি,
বারে বারে করি ভুল, কি কহিতে বিয়াকুল,
অকস্মাৎ কথা যায় থামি।

ও হাসি দেখিয়া হিয়া ভরি
যে আশা জাগিয়া ওঠে মম,
দুরাশা বলিয়া তারে, বিশ্বাস করিতে নারে,
পিছে ফিরে আসে ভীরুসম।

তবু তুমি মুখপানে চাও
হাসিভরা নয়ন তুলিয়া,
তোমার নয়ন দুটী তারাসম রহে ফুটি
আমি চাহি আপনা ভুলিয়া।

কী যে তব রয়েছে নয়নে?
তোমারে ঘেরিয়া কিবা মায়া?

সাথী

তোমার ও দেহখানি, যেন প্রাণময় বাণী,
আলো শুধু, নাহি যেন ছায়া।

তিল ফুল জিনি নহে নাসা,
নবনী রচিত নহে তনু,
তোমার কবরীরাশি, ভূতলে পড়ে না আসি,
বাঁকা ভুরু নহে ফুল-ধনু।

গ্রীবাখানি ঈষৎ বাঁকায়ে
আঁখি কোণে চাহ যবে ফিরে,
নির্ব্বাক বিস্ময়ে মম, হৃদয় বিমূঢ় সম,
মরে আপনাকে ঘিরে ঘিরে।

আসিয়া তোমার কাছে সখি
মুখপানে চেয়ে হাসিয়াছি,
সে সকল কথাগুলি, আজি কি গিয়াছ ভুলি ?
—ব্যথাতুর আঁখি চেয়ে আছি।

সে কথা স্মরণে রাখ যদি
এ বাধা ভাঙিতে পারি তবে,
হৃদয়ের কাছে আসি, মুখপানে চেয়ে হাসি
এ জীবনে ব্যর্থ নাহি হবে।

৩রা শ্রাবণ ১৩৩৪

বন্ধু

বন্ধু, তোমারে আমি যদি ভালবাসি,
তুমি যদি মোরে ভালবাস প্রতিদানে,
জীবনে আমার ঝলিবে আলোক হাসি
ভুবন আমার ভরিয়া উঠিবে গানে।
জীবনের পথে সাথী হবে তুমি মম
নয়নে ধরণী ভাসিবে স্বপন সম।
আর কারো তাতে কিবা কহিবার আছে
তুমি যদি আসি দাঁড়াও প্রাণের কাছে ?

ভালবাসা যদি এ জীবনে কোন দিন
মুকুটের মত শিরে মোর নাহি ঝলে,
সুখহারা পথে তব প্রেম আলোহীন
হৃদয় বহিয়া চলিব নয়ন জলে।
স্বপন রচিয়া ভুলাব আপন হিয়া
আপনার মনে মানস প্রতিমা নিয়া,
রচিব স্বর্ণ মন্দির তব লাগি
সেথা তুমি রবে দিবস রজনী জাগি।

প্রতিদান কেন নাহি মিলে ভালবাসি ?
তোমার হৃদয় আমার পরাণ দিয়া ?
হাসির বদলে কেন নাহি মিলে হাসি ?
বেদনায় সারা হিয়া ওঠে গুমরিয়া।

সাথী

সকল ভুবন শূন্য তোমার লাগি,
দীর্ঘ রজনী তোমারে স্মরিয়া জাগি।
চারি পাশে যত হাসি আলো কথা গান
তোমার বিরহে সবি হল অবসান।

কত জনে আসি মুখপানে চেয়ে হাসে
আমার হৃদয় দেয়নাক কোন সাড়া,
কেহ ফিরে যায়, আঁখিজলে বুক ভাসে,—
আমি পথে পথে ঘুরে মরি সাথী হারা।
বাদল আঁধার সজল ব্যাকুলতর।
কান্নায় ভরা তরুশাখা মর্ম্মর।
তপনবিহীন গগনে ঘনায় ছায়া।
হৃদয়ে ঘনায় সঘন অশ্রুমায়া।

৪ঠা শ্রাবণ ১৩৩৪

স্বপ্ন

দিবস ভরি আলোর মাঝে চাইতে যারে সাহস নাহি পাই,
নিশীথরাতে স্বপনমাঝে দেখেছিনু তারে,
ব্যাকুল প্রাণের সকল আকুল আবেগ দিয়ে যাহায় পেতে চাই,
আপনি হেসে এসেছিল আমার প্রাণের দ্বারে।
পরশ যারে করতে চাহে পিয়াস ভরা নয়ন দুটি মম
আপন সাধের দুঃসাহসে শিউরে ওঠে চকিৎ মৃগসম!

স্বপনমাঝে দেখেছিনু প্রিয়া আমার এল আমার সাথে,
লজ্জানত স্নিগ্ধ নয়ন গোপন সুখে ভরা।
রাতের আঁধার ছায়ায় ফোটা শিউলি ফুলের গুচ্ছ তাহার হাতে,
ফুলের বাসে মনের হাসে স্বরগ পুরী ধরা।
বহুদিনের গোপন আশা স্বপন মাঝে পূর্ণ হল মম
সকল চেতন মাঝে আমার রইল স্মরণ নয়ন নিরুপম!

কপোল পরে চূর্ণ অলক অলস বায়ু লীলায় পড়ে লুটি,
স্নিগ্ধমায়া রচন করে নয়ন দুটি কালো,
রহস ভরা হাসির আভাস অধর কোণে নিয়ত রয় ফুটি,
পরাণ জ্বলে নিশীথিনীর বুকের মাঝে আলো!
কইতে চাহি কতই কিছু, হৃদয় মম সাহস নাহি পায়,
তোমার পানে বাক্যহারা ভিক্ষা ভরা নয়ন মেলি চায়।

ভাদ্র ১৩৩৪

সনেট

সংসারের পথে যাত্রী চলেছিনু অন্ধকারে একা,
দেখি নাই কোথা পথ। নাহি ছিল আলোকের রেখা,
ছিল নাক কোন হাসি কোন গান অন্তরে আমার,
আশার প্রদীপ দ্যুতি দীপ্ত করে নাই অন্ধকার।
তোমার প্রেমের দীপ নাহি জানি কবে আচম্বিত
মুখরি তুলিল প্রাণে মুক্ত পূত অনাদি সঙ্গীত।

সংসারের পথ রেখা দেখিলাম প্রসারিত মোর
জাগ্রত নয়ন আগে। ব্যাকুলিয়া সকল অন্তর
সুদূর পথের শেষ সন্ধানিতে চাহে মম হিয়া।
বিপদ-বেদনা-দুঃখ পান পাত্র সুধাসম পিয়া
কঠিন মহত মুক্ত জীবনের সাধনার লাগি
আজন্মবিলাস স্বপ্ন টুটি চিত্ত উঠিয়াছে জাগি।
তোমার প্রেমের স্পর্শ উষার অরুণ আলো সম
নিমেষে ঘুচাল বন্ধু জীবনের অন্ধকার মম।

২

বন্ধুর হিমাদ্রিশিরে যেই মুক্তি, যে উদার আলো
তোমার আঁখির কোণে বন্ধহারা সে আগুন জ্বালো,
জীবনের গ্লানি যত, যত ত্রুটি, যত অপরাধ,
চরণে জড়ায়ে বাঁধে লতা সম যত স্বপ্নসাধ,
দীনতা, হীনতা যত জ্বলে যাক, হয়ে যাক শেষ,
ধ্বনুক অন্তর ভরি উন্মাদনা—নবীন আবেশ।

উত্তুঙ্গ পর্ব্বত সম এ জীবন দুর্গম কঠিন,
অনন্ত-প্রসারী চিত্ত স্বর্গ রচে সারা রাত্রি দিন।
সে কঠিন পথে বন্ধু, সে ভঙ্গুর স্বপ্ন যদি টুটে,
হতাশে আহত চিত্ত অপমানে ধূলিতলে লুটে,
অন্তরের আলো যদি নিভে যায় বিশ্বে অকস্মাৎ,
টলে যদি দেহমন লভি পথে কঠিন আঘাত,
তোমার আশ্বাস বাণী দুর্ব্বল নিরাশামাঝে মম
তিমির রজনী ভেদি জ্বলুক প্রদীপ্ত-বহ্নি-সম।

৩

হৃদয়ে শুকায়ে যদি আসে কভু আশার বেদনা,
কঠিন পাষাণ প্রাণে শুষ্ক-তরু জীবন সাধনা,
তোমার প্রেমের দীপ্ত কঠিন আঘাত দেহমনে
জাগাবে নবীন দীপ্তি। করুণার কোমল বর্ষণে
সঞ্জীবিয়া মুঞ্জরিয়া ফুলে ফলে উঠিবে পাষাণ,—
সরস হৃদয় টুটি বরষিবে বেদনার গান।

মৃত্যুমাঝে প্রেম তব জীবনের আলোরশ্মি খানি
হানিবে কঠিন তীক্ষ্ণ। দুর্ব্বার আবেগ দিবে আনি,
অনন্ত অসীম তীব্র কামনার নবীন স্পন্দন,
ধূলায় পড়িবে ঝরি ভুবনের নিষেধ বন্ধন।
স্বাধীন উন্মুক্ত চিত্ত মেলি স্থির উদার নয়ান
সুদূর ভবিষ্য ভেদি গাহিবে অনন্ত জয়গান।
তোমার প্রেমের শক্তি হৃদয়ের সীমা টুটি মম
উদ্ভাসিবে এ জীবন সাধনার চিরস্বপ্ন সম।

ভাদ্র ১৩৩৪

দেখা

সকল দেহে সকল মনে তোমায় আমি বাসনু ভালো বালা
তাইতো তোমার গলায় আজি এলেম দিতে আমার গানের মালা।
আমার প্রাণের পথের পরে পথিক কত চলে দিবসরাতি।
কেহ আসে গানের সুরে দীপ্তরাগে স্বপন মালা গাঁথি,
কারো চোখে অশ্রু-আভাস মুক্তাসম ঝলে সঙ্গোপনে,
কারো হাসির উজল আলো জাগায় পুলক সকল হৃদয় মনে।
কারো নীরব বাক্যহারা মৌন স্তব্ধ কুণ্ঠাখানির তলে
অগ্নি-গিরির বুকের মাঝে দিবস রাতি আগুন শুধু জ্বলে।
আমি চলি আপন মনে, নয়ন মম স্বপ্ন শুধু গাঁথে—
আঁধার মাঝে হঠাৎ কখন চমকে দেখি তুমি আছ সাথে।

তোমার করুণ পরশখানি কখন আসি ঠেকল মম হাতে?
আপন মনের বিজন দেশে নিদাঘ দিনে, কত আষাঢ় রাতে,
কত শ্রান্ত সন্ধ্যা গহন ঘনিয়ে-আসা আঁধার মাঝে একা
ফিরেছি যে তোমার খোঁজে—কভুতো হায় পাইনি তব দেখা।
তোমায় আমি খুঁজে ফিরি স্বপ্নপুরীর রাজপ্রাসাদের মাঝে,
তেপান্তরের মাঠের শেষে দুধসায়রে সোনার কমল সাজে।
গলায় গজমোতির মালা, বসন তব আকাশ নীলাম্বরী,
মেঘবরণ চিকুর তব, মুখের হাসে মাণিক পড়ে ঝরি।
মনের গহন সুদূর পুরের রাজকুমারী ঘুমিয়ে ছিলে তুমি
শুভক্ষণে আমি আসি ভাঙাব ঘুম অধর তব চুমি।

সাথী

আপন স্বপন বিভোর হিয়া, আপন মনে ভুবন মাঝে চলি।
আপন মনের গানের সুরে আপন গোপন স্বপন কথা বলি।
কেহ হাসে অবহেলায়, কেহ হাসে করুণ চোখে চেয়ে
আমি চলি আপন মনে তোমার লাগি আগমনী গেয়ে।
পথের বাঁকে কাজের ভিড়ে মানুষ যেথায় দিবস রাতি মাতে,
লক্ষ বুকের দুঃখসুখের অশ্রুহাসি মাণিক-মালা গাঁথে,
ধূলায় ধূসর কলেবরে মুখর পথে হঠাৎ কবে আসি
নিন্দা-তিলক ভালে আঁকি আমার পানে চাইলে তুমি হাসি!
সংসারের এই পথের পরে ভাবিনিক পাব তোমার দেখা,
সংঘাতের এই কোলাহলে উঠল ঝলি তোমার হাসিরেখা।

ভাদ্র ১৩৩৪

গোপন

আমার প্রাণের গোপন বিজন কান্তারে
গোপনে যে ফুল ফোটে,
প্রাণের গভীর গহনে নীরব সঞ্চারে
যেই সুর ধ্বনি ওঠে,
নিভৃত প্রাণের গোপন সে ফুল,
গন্ধে হৃদয় করিছে আকুল,
গভীর প্রাণের গভীর রাগিনী
উদাস করিছে প্রাণ,
এ ভুবনে কেহ দেখেনি সে ফুল,
কেহ শোনে নাই রাগিণী অতুল,
কেহ জানিল না পরাণ ভরিয়া
ধ্বনিয়া উঠিছে গান।
সে গান ধ্বনিছে প্রাণের নিভৃত মন্দিরে
দিবস রজনী ভরি।
গোপন-চরণ-নৃত্য-স্বর্ণ মঞ্জীরে
শুনিবে কেমন করি?

বাহির ভুবনে আপনারে দিনু উচ্ছ্বসি
কত কথা কত গানে।
তাহারো আড়ালে পরাণে উঠিছে নিশ্বসি
কত ব্যথা কেবা জানে?

কত যে স্বপন বসি দিবারাতি
ছন্দে বাঁধিয়া একা একা গাঁথি।
কত ফাল্গুন, কত যে শরৎ
গান গেয়ে আসে মনে।
কত কল্পনা কত হাসি আলো
কত অভিমান বেদনা জাগালো,
আশার কুসুম করিনু চয়ন
নিখিল মানস বনে!
বাহির ভুবন ভাবে বুঝি মম অন্তরে
তারি মাঝে দেখিয়াছে,
যে পেয়েছে ব্যথা বেদনাদীর্ণ পঞ্জরে
আসিল আমার কাছে!

আপনার হিয়া রেখেছি নিভৃত নির্জ্জনে
বাহিরে আনিনি কভু,
সব হাসি গান কথা অভিমান ক্রন্দনে
নীরব রয়েছে তবু!
সে কেবল শুধু তোমার লাগিয়া
আশা পথ চাহি রয়েছে জাগিয়া,
তুমি যদি আসি মুখ পানে চেয়ে
হাস করুণার ভরে,
আপনারে ধরা দিবে কাছে তব
তোমারে শোনাবে গীতি নব নব,
হাসির কমল উঠিবে ফুটিয়া
অশ্রুর সরোবরে!

সাথী

যে গোপন ফুল প্রাণের গভীর কন্দরে
গন্ধ বিলায় মনে,
যে গোপন সুর দিবস রজনী গুঞ্জরে
মনের গহন বনে!

কেবল তোমারি লাগিয়া সে সুর অন্তরে
রেখেছি যতন করি,
সে লাজুক ফুল তোমার পরশ মন্তরে
পুলকে পড়িবে ঝরি!

প্রাণের গোপন গহন যে কথা
এ ভুবনে কেহ জানেনি বারতা,
মনের যে সুর কেহ শোনে নাই
তোমারে শোনাব তাই।
বাহির ভুবনে চাহি আপনারে
হারায়ে ফেলিতে সবার মাঝারে,
কথা কয়ে তাই হিয়া রাখি ঢাকি
দিবানিশি গান গাই।
সবার অজানা বিজন প্রাণের মন্দিরে
তোমারে বরিতে চাহি,
মুখরি মৌন তোমার চরণ মঞ্জীরে
এস মৃদু গান গাহি।

ভাদ্র ১৩৩৪

গোধূলি

নগরীর অট্টালিকা অন্তরালে স্বর্ণ-বর্ণ রবি
অস্তাকাশ-মেঘপুঞ্জে আঁকি দীপ্ত অগ্নিরক্ত ছবি
ম্লান হয়ে এল ধীরে। সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে
জনস্রোত মুখরিত, ঝলসিত শত দীপ-হারে
দীর্ঘ পথরেখা পরে আঁখি মেলি ছিনু মোরা বসি।
সহস্র মানব চিত্তে সুখদুঃখ উঠিছে নিশ্বসি।
তরঙ্গ বন্ধুর সেই জীবনের নিত্য লীলা স্মরি
আমার সকল হিয়া আকাঙ্ক্ষায় উঠিল গুমরি।

তুমি বসেছিলে সখি করতলে শ্রান্ত ভাল রাখি
যেথায় পাণ্ডুর রবি শেষ রশ্মি দিয়েছিল আঁকি
আঁধারের চিত্রপটে। দীপহীন নিরালোক ঘরে
কালো আঁখিতারা দুটী বেদনার অতল গহ্বরে
সন্ধ্যাতারা সম জ্বলে। পথ মাঝে জীবনের লীলা
দেখিয়া অন্তর তব উচ্ছ্বসিল অন্তরসলিলা
শীর্ণ তটিনীর মত। মুগ্ধ আঁখি মেলি ছিলে চাহি
জীবনের পিয়াসায় প্রাণ তব উঠেছিল গাহি।

সাথী

আমি কয়েছিনু কথা—কিবা কয়েছিনু নাহি মনে।
তোমার শ্রবণমূলে প্রেমের গুঞ্জন ? ক্ষণে ক্ষণে
আষাঢ় আকাশ মাঝে মেঘপুঞ্জে বিদ্যুতের রেখা
চকিতে ঝলসি যায়—তারি মত প্রণয়ের লেখা
তোমার নয়ন লাগি লিখেছিনু আমার নয়নে ?
স্নেহের সান্ত্বনা বাণী অতি মৃদু কোমল গুঞ্জনে
কয়েছিনু কানে কানে ? বৈশাখের রুদ্র রবিকরে
যে তরু শুকায়ে যায়, ধূলিতলে পুষ্পরাশি ঝরে,
বিশুষ্ক অধরে তার নিশির শিশিরবিন্দু সম ?
অথবা যে আশা নিত্য স্বপ্ন রচে চিত্তমাঝে মম,
যে আলোকরশ্মি জাগে দীপহীন অটুট আঁধারে,
জীবনের ব্যর্থ ক্ষোভ, নিষ্ফল চেষ্টার ক্ষুদ্রতারে
মহীয়ান করি তোলে—তারি গানে তুলেছিনু ধ্বনি
সন্ধ্যার তরল ছায়া ? অন্ধকারে সূর্য্যকান্ত মণি
ঝলসে যেমন করি ঝলসিল তোমার নয়ন,
আদিম তিমিরগর্ভে আলোকের প্রথম স্পন্দন।

চাহিলে আমার পানে অপূর্ব্ব নয়ন দুটী মেলি।
ভাষার অতীত কথা দুই চোখে উঠিল উদ্বেলি।
সে কী দৃষ্টি ? মনে হল যুগান্তের পরপার হতে
যেই জীবনের ধারা ভাসাইয়া জন্মমৃত্যু স্রোতে
আনিয়াছে আমাদের ধরণীর সাগর বেলায়,
তারি কূলে দাঁড়াইয়া সৃজনের রহস্য লীলায়
বুঝিলে সহজ করি। স্তব্ধবাক বিস্ময়ের ভরে
দেখিনু তোমার চিত্তে কত স্বপ্ন কামনা গুমরে।

সাথী

ধরণী-অতীত কোন রহস্যের অতীন্দ্রিয় আলো
তোমার নয়ন তলে অপরূপ কিরণ জাগালো,
মায়ায় ভুলালো মোর সীমাবদ্ধ আপনারে মোর।
শুনিনু নিমেষ লাগি লক্ষ চিত্তে বাসনা মর্ম্মর
নিখিল ভুবন ভরি। দেখিলাম নিমেষের শেষে
শেষ সন্ধ্যা-রক্তরশ্মি তোমার গোধূলি ঘন কেশে
নিমেষের লাগি হানি দিবস বিষণ্ণ মন্দগতি
চলি গেল দিগন্তরে। ঘনায়ে আসিল অন্ধকার,
আকাশে রঙের খেলা মুছে গিয়ে হল একাকার।
পদতলে নগরীর পথে পথে আলোকের খেলা।
খণ্ড ছিন্ন অন্ধকারে লক্ষ চিত্তে সুখদুঃখ মেলা।

ভাদ্র ১৩৩৪

সোণার হরিণ

সোণার হরিণ সোণার হরিণ আমায় তুমি দেবে ধরা ?
বুকের কাছে ক্ষণেক তরে আসি কেন পলাও ত্বরা ?
আমার হৃদয় কাননেতে বসন্তে যে উঠল মেতে
গন্ধ-আকুল পলাশ পারুল, গোলাপবালা হৃদয়-হরা ।

আমার প্রাণের কাননেতে ছায়াশীতল বনবীথি
তরু-শাখার অন্তরালে ভোরের পাখী শোনায় গীতি ।
লতায় ঘেরা কুঞ্জমাঝে দিনের আলো ঢাকল সাঁঝে,
দীপ্ত রবি কোমল হয়ে ঢালে স্নিগ্ধ প্রাণের প্রীতি ।

সন্ধ্যা যখন নামে ধীরে আমার লতাবিতান তলে
স্তব্ধ তপন পাণ্ডু হাসি মেলি চাহে অস্তাচলে ।
নখের ফালি শুক্লাশশী আকাশতলে একলা বসি
ভীরু চকিত নয়ন মেলি শিউরে ওঠে পলে পলে ।

আলোয় আঁধার মদের মত ফেনিয়ে ওঠে ভুবন ভরি
সকাল বেলার কুসুমবালা আঁধার তলে পড়ল ঝরি ।
গহন ঘন গভীর বনে সাঁঝের মোহে অকারণে
কোকিল ডাকে ব্যাকুল সুরে সকল হৃদয় উদাস করি ।

সাথী

আমার প্রাণের কানন পথে চলবে তুমি দিবস রাতি
ভোরের আলো, সাঁঝের ছায়া তোমার লাগি আনব গাঁথি।
অন্ধকারের অন্তরালে শুক্লা শশী কিরণ ঢালে,
বিজন গিরিনদীর কূলে আসবে তুমি স্বপন সাথী।

নীরব আকাশ আলোয় ভরা, নীরব বনে আঁধার ছায়া
গহন বনে তরু-শাখায় কোকিল রচে সুরের মায়া।
আসবে তুমি মধুর হেসে শরৎ মেঘের মতন ভেসে
আমার প্রাণের স্বপন বুঝি নীরব সাঁঝে ধরল কায়া।

ভাদ্র ১৩৩৪

বিরতি

কুসুমের মালা প্রদীপ উজল
বিবিধ বরণ সাজ;
তারি মাঝে সখি দাঁড়াইলে হাসি
সন্ধ্যায় তুমি আজ।
গোলাপি বসন ঘেরি তনুদেহ
জড়ায়ে রয়েছে সন্ধ্যার স্নেহ,
সন্ধ্যা সোনায় ভরিয়া গগন
ঘনায় ধরণী মাঝ।
তোমারে ঘেরিয়া প্রদীপ উজল,
কুসুমের মালা আজ।

কুতূহলী শত নয়নের আগে
তোমারে কেমনে ডাকি ?
নীরবে তোমারে শুধু ডেকে যায়
আমার নীরব আঁখি।
নয়নে নয়নে খনিকের তরে
নীরবে প্রাণের প্রীতিরাশি ঝরে।
নিমেষের শেষে নয়ন ফিরায়ে
বাহিরের পানে রাখি।
নীরব নয়ন মেলিয়া নিয়ত
নীরবে তোমারে ডাকি।

তারপরে যবে সভা ভেঙে যায়
প্রদীপ নিবিয়া আসে,
ধূলায় লোটানো ছিন্ন দলিত
ফুলের গন্ধ ভাসে,
অন্ধকারের অন্তর তলে
আপনার কাজে যায় সবে চলে,
আমি আসি সখি নীরবে নিভৃতে
দাঁড়াই তোমার পাশে।
বাতাসে দলিত ফুলের সুবাস
প্রদীপ নিবিয়া আসে।

তারায় তারায় ছেয়ে গেছে এবে
রজনীর নভোতল,
জনহীন পথে চলিতে চলিতে
ঘনায় নয়নে জল।
প্রসারিয়া কর লইলাম টানি
তোমার কোমল করতল খানি।
নিমেষের লাগি দ্বন্দ্ব ভুলিল
অন্তর চঞ্চল।
আকাশের পানে চাহি দুজনারি
ঘনাল নয়নে জল।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

সঙ্গিনী

রজনী ভরিয়া তোমারে ঘেরিয়া স্বপন গাঁথি,
প্রভাতে যখন নয়ন মেলিয়া উঠিনু আজি,
দেখিনু ভুবন ভরিয়া আলোক উঠিছে মাতি
শিশির সিক্ত ভুবন কিরণবসনে সাজি।
সহসা আমার মুগ্ধ নয়নে লাগিল ভালো
নব পল্লবে হরিত মাধুরী, সোনার আলো!

তোমার প্রেমের পরশ মাণিক কেমন করি
অন্ধ আমার আঁখি পল্লবে ছোঁয়ালে আসি,
নিমেষে আমার পরাণ উঠিল আলোকে ভরি
নিমেষে ভুবন নয়নে আমার উঠিল হাসি।
জীবনের যত ঝরা ছেঁড়া পাতা শীতের শেষে
বাহিরে আসিল নবীন আলোকে নবীন বেশে।

যে পথে আঁধারে শিহরি উঠেছি একেলা ডরে,
যে পথে দেখেছি সাঁঝের আড়ালে মরণ নাচে,
সে পথ ভরিয়া তোমার হাসির কিরণ ঝরে
সে পথের পাশে ঝরে-পড়া ফুল আবার বাঁচে।
মরণ তোমার পরশে উঠিল জীবনে ভরি
তোমারে লভিয়া নির্ভয় চিতে ভাসানু তরী।

সাথী

সংসার পথে যত কোলাহল সবারি মাঝে
নীরব হৃদয় ভরিয়া শুনিব তোমার বাণী,
দাঁড়াইবে পাশে বিঘ্ন বিপদে সকল কাজে
স্বপনে আমার শয়ন রচিবে মানসরাণী।
সঙ্গিনী মোর, স্বপ্নের সাথী, কাজের ভাগী
দিবস রজনী জীবনে আমার রহিবে জাগি।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

পাষাণী

তোমারে ঘেরিয়া আমার হৃদয়
সঙ্গীত রচে যত,
তুমি শুনে যাও নীরবে বন্ধু
আঁখি দুটী করি নত।
কহি যবে তুমি প্রিয়তমা মোর,
তোমারে মাগিছে সারা অন্তর,
তখনো তোমার স্থির অচপল
নয়নে লাগেনা নেশা,
বাতাসে তোমার দেহ সৌরভ
কবরী গন্ধ মেশা।

ব্যাকুল আবেগে কর দুটী তব
টেনে নিতে চাই বুকে,
বাসনা মুগ্ধ নয়নে তাকাই
তোমার দীপ্ত মুখে।
তোমার কবরী বাঁধন খুলিয়া
সারা দেহ মম ছাইব বলিয়া
পুলকে আশায় শঙ্কা সরমে
আসিয়া দাঁড়াই পাশে।
তোমার অটুট মহিমায় হিয়া
সম্ভ্রমে নুয়ে আসে।

সাথী

শীতল পাষাণ প্রতিমার মত
রহিবে কি চিরদিন ?
চিরদিন ধরি এমনি কি রবে
নিষ্কাম উদাসীন ?
আমার স্বপন, আমার বাসনা
হেরিবে তোমারে ভোলা উন্মনা ?
আপনি আসিয়া সাধিয়া বাহুর
বাঁধনে দিবেনা ধরা ?
জীবন বীণায় বাজিবেনা সুর
উতলা পাগলকরা ?

রক্তমাংসে গড়া দেহ তব
সে কথা হৃদয়ে জানি।
নব বসন্তে লাগেনা হৃদয়ে
চঞ্চল কাণাকাণি ?
আমার হৃদয় উতলা করিয়া
তোমার বিরহ ওঠে মুখরিয়া,
দেহ মন মম পিয়াসী ব্যাকুল
তব দেহ মন লাগি,
তোমার হৃদয়ে সে জোয়ার সখি
কখনো ওঠেনা জাগি ?

সাথী

তনুদেহখানি মিলন সুধায়
ভরিয়া আনিবে কবে ?
স্বপন কিরণ উজ্জল অমরা
নামিবে ধূসর ভবে।
মুগ্ধ পরাণে দীপ্ত নয়নে
বাঁধিবে আমারে বাহুবন্ধনে,
নিষ্পেষি তব রক্ত-অধর
পিয়াসী অধরে মোর,
পাষাণীর বুকে জাগিবে জীবন,
রজনী হইবে ভোর।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

ক্ষমা

বন্ধু তোমারে কেবলি আঘাত করিয়াছি বারে বারে
অন্ধ আবেগে মম,
তবু দেখিয়াছি জাগিয়া রয়েছে বেদনার পারাবারে
হাসিখানি নিরুপম।
তোমার শান্ত শীতল আয়ত স্নিগ্ধ নয়ন দুটী
আমার আঁধার হৃদয় আকাশে নিয়ত রয়েছে ফুটি
সন্ধ্যাতারার মত।
দ্বন্দ্ব ভুলিয়া তোমার চরণে নিমেষে পড়িবে লুটি
ক্ষুব্ধ কামনা যত।

আমার বাসনা চৈত্রদিনের রুদ্র রবির মত
উগ্র পিয়াস ভরে,
তোমারে ঘেরিয়া কামনার যবে জ্বালে দীপ শত শত,
মরণ খুঁজিয়া মরে,
স্মিত আঁখি দুটী অতল অকূল তুলি চাহ মুখপানে,
নিমেষে জুড়ায় বাসনার দাহ আমার দীপ্ত প্রাণে,
মেটে পরাণের জ্বালা,
রজনীর তারা পরাণ ভরিয়া স্নিগ্ধ কিরণ হানে
গভীর শান্তি ঢালা।

সাথী

তুমি বারে বারে সয়েছ আঘাত করনি আঘাত ফিরে,
হেসেছ করুণ হাসি,
বাদল মেঘের বিদ্যুতরেখা তোমার অশ্রুনীরে
উঠিল কি পরকাশি ?
আমার উষর হৃদয়মরুর তপ্ত ধূলির পরে
তোমার প্রেমের স্নিগ্ধ শীতল বৃষ্টির ধারা ঝরে,
মেটায় প্রাণের ক্ষুধা,
জীবনের তব পাত্র ভরিয়া আনিলে আমার তরে
কোন অমরার সুধা ?

তারায় তারায় আকাশে যখন শুক্লা দ্বিতীয়া রাতে
মুক্তার ঝলমল,
নভোসীমান্তে ক্ষীণ শশী খানি বনের ছায়ার সাথে
বায়ুভরে চঞ্চল,
নীরব গগনে গভীর শান্তি, নীরব ভুবন মাঝে,
দিনের কর্ম্ম সংঘাত যত সকলি ফুরালো সাঁঝে,
হৃদয় ভরিয়া মম,
গোপন মাধুরী ছড়ায়ে তোমার স্নিগ্ধ কিরণ রাজে
শীতল আকাশ সম।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

রজনীগন্ধা

তারকার স্নিগ্ধ আলো, আঁধারের করুণ পরশ,
প্রথম প্রণয়মুগ্ধ মলয়ের কোমল চুম্বন,
তোমার হৃদয় দ্বারে ভীরু মৃদু প্রাণের গুঞ্জন,—
তারি মাঝে ফুটিয়াছ ধরণীর প্রাণের হরষ।
তোমার কিশোরী হিয়া কত স্বপ্ন বরষ বরষ
রচিয়াছে হিয়াতলে—কামনার স্বরগ ভুবন,
আকাঙ্ক্ষা আবেগমেশা চিত্ত ভরি গন্ধ-উন্মাদন,
ক্ষণিকের পরশনে তনু তব উন্মন বিবশ।

আঁধারের চিত্রপটে শুভ্র পূত আলোকের রেখা।
গন্ধভারে অবসন্ন আঁখি-পাতা কঠিন প্রয়াসে
ক্ষীণ তন্বী বালা সম রাখিয়াছ মেলি সকরুণ।
প্রিয়হারা সারানিশি বিরহিনী রহিয়াছ একা।
স্মৃতির সৌরভ সম গন্ধ ভাসে নিশীথ বাতাসে।
হৃদয়ে তুলিয়া লয় প্রীতিভরে প্রভাত অরুণ।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

বন্দিনী

রাজার কুমারী একেলা কাটাই বিজন রাজার পুরে
দীর্ঘ রজনী দিন,
কোথায় সুদূর কিশোর প্রিয়ের বাঁশীর ব্যাকুল সুরে
পরাণ শান্তি-হীন।
দূরে উপবনে পথে প্রান্তরে কিশোর কাঁদিয়া ফিরে,
অন্তর মম গুঞ্জরি কহে, "স্বপন সায়র নীরে
ভাসাও সোনার ভেলা,
বেলা চলে যায় ধরণী চলিছে রজনী তিমির তীরে,
লগন কোরোনা হেলা॥"

আমার বিজন কক্ষ ঘেরিয়া চিরজাগ্রত আঁখি
রুদ্র প্রহরী জাগে।
নিঠুর কঠিন দৃষ্টির তলে মরমে মরিয়া থাকি,
পরাণে শঙ্কা লাগে।
রুদ্ধ ঘরের বাতায়নে বসি তৃষিত নয়ন দিয়া
বাহির ভুবনে আলোর পিয়াসী ছড়াই সকল হিয়া,
মুক্তি মাগিয়া কাঁদি।
নিঠুর নিয়তি যক্ষের মত রাখে মোরে আগুলিয়া
পাষাণ প্রাচীরে বাঁধি।

সাথী

কণ্টকতরু নিষেধের মত প্রাসাদ ঘেরিয়া মোর
দৃষ্টি রুধিতে চাহে,
পরাণ ভরিয়া পিয়াসা জাগায় সোনার শিকল ডোর
নিগূঢ় মর্ম্মদাহে।
বিলাস লীলায় ভুলাইতে চায় চরণের শৃঙ্খল,
নীরস মলিন অধরে ভাসিছে নির্ম্মম উজ্জ্বল
প্রাণহীন হাসিখানি,
তাহারি আড়ালে অন্তরে মম ঘনায় অশ্রুজল,
পরাণে ফুরায় বাণী।

বাতায়ন পথে বাহির ভুবন পাঠায় দিবস রাতি
আপনার আহ্বান,
তরুণ উষার অরুণ আলোকে আমার কিশোর সাথী
পরাণে জাগায় গান।
যে গান গাহিয়া পথে পথে ফেরে খেয়ালী আপন মনে,
নবীন ফাগুনে আগুন জাগায় কুসুম কুঞ্জ বনে,
চাহে না পিছনে ফিরে,
দূর সাগরের উর্ম্মির মত লাগে আসি খনে খনে
আমার হৃদয় তীরে।

সাধ লাগে মনে তারি সাথে যাব ভুবনের পথে পথে
দীর্ঘ দিবস রাতি,
বদ্ধ ঘরের গণ্ডীর মাঝে রহিব না কোন মতে
অলস নেশায় মাতি।

সাথী

যাব এক সাথে উজল মুখর সাগর বেলার পরে
সন্ধ্যা অন্ধকারের ছায়ায় জনহীন প্রান্তরে,
নগরীর পথ দিয়া,
শাওন গহন স্নিগ্ধ কাজল বাদল পড়িবে ঝরে
উলসি উঠিবে হিয়া।

বন্ধু আমার কোন প্রান্তরে নিদাঘ দিবস ভরি
বাজায় অলস সুর ?
সজাগ-দৃষ্টি প্রহরী এড়ায়ে আসিবে কেমন করি
আমার বিজন পুর ?
দূরে বসি তাই উদাস উতলা বাজায় পিয়াসী বাঁশী,
বন্দিনী মোর অন্তর ভরি ঘনায় অশ্রু রাশি
নিষ্ফল কামনার।
শুভ খন লাগি একা নিশি জাগি, বীর বেশে কবে আসি
টুটিবে কারার দ্বার ?

কলিকাতা ফেব্রুয়ারী ১৯২৮

রাখাল

রাখাল ফিরিনু একা,—
একদিন দূরে দেখেছিনু যারে কবে পাব তার দেখা ?
সেদিন শরতে বিমল গগনে আঁধারের নাহি লেশ,
স্নিগ্ধ শীতল সবুজ মায়ায় ছেয়েছে সকল দেশ।
সেথায় রাজার কানন পাষাণ প্রাচীরে রেখেছে ঘিরে,
উপল নুপুরা নৃত্য মুখরা গিরি-তটিনীর তীরে।
হাজার তরুর শাখায় শাখায় লেগেছে ফুলের মেলা,
সেথায় দেখিনু রাজার কুমারী সেদিন প্রভাত বেলা।

পথের ভিখারী আমি,
পথে যেতে যেতে চমকি দেখিনু চরণ গিয়াছে থামি।
লুব্ধ পথিক ছড়ানো মাণিক দেখিলে পথের পাশে
ধূলি হতে তারে তুলে নিতে গিয়ে অন্তর কাঁপে ত্রাসে,
দ্বিধায় জড়িত চরণ চলে না নীরবে দাঁড়ায়ে থাকি,
চারি পাশে শুধু চাহে শঙ্কায় ত্রস্ত চকিত আঁখি।
সহসা তাহারে দেখিয়া থমকি দাঁড়ানু নিমেষ মাঝে—
হৃদয় ভরিয়া সোনার প্রভাত নামিল সোনার সাজে।

গোধূলি কবরীরাশি
মেঘের মায়ায় ছেয়েছে তাহার মুখের প্রভাত হাসি।
নীল অম্বর রয়েছে জড়ায়ে তনু দেহ খানি ঘেরি,
কুসুম ঝরিয়া পড়িছে চরণে সোনার বয়ান হেরি।

সাথী

প্রভাত তপন করে চুম্বন সকল অঙ্গ তার,
কানন যোগায় কিশোরী দেহের ফুলের অলঙ্কার।
ধরণী মোহন স্বপনে ভরিল কাজল নয়ন দুটী,
আমার মনের কাননে অমল কমল উঠিল ফুটি।

কোন মায়াবীর ডোরে
কাজল উজল আঁখি দুটী মেলি সহসা হেরিল মোরে ?
দেখিনু তাহার গভীর অতল ত্রস্ত নয়ন কোলে
স্নিগ্ধ প্রীতির কৌতুকে ভরা শ্যাম মায়াখানি দোলে।
আঁখি নত করি সখিরে শুধাল কি জানি গোপন কথা,
তরুণ অরুণ তনুখানি ভরি হরষ চঞ্চলতা !
তরুশাখা পরে রাখি বাহু দুটী চাহিল আমার পানে,
সকল জীবন ভরি দিল মোর এক নিমেষের দানে।

চলি গেল রাজবালা,
আজো তারি লাগি বনে বনে ঘুরি গাঁথি কুসুমের মালা।
যখন সন্ধ্যা রক্ত রেখায় অস্ত গগন ভরি,
আঁধার রজনী রাণীর দুয়ারে দাঁড়াবে বিনতি করি,
উদাস রাগিণী গগনে পবনে বাজিবে পরাণ মনে,
পথিক হৃদয় বুকের মাঝারে খুঁজিবে আপন জনে,
একেলা তখন তটিনীর তীরে কুসুম কাননে আসি,
রাজকুমারীর চরণে সে মালা নীরবে রাখিব হাসি।

কলিকাতা ফেব্রুয়ারী ১৯২৮

সিন্ধুকারা

অনন্ত আকাশ ঊর্দ্ধে অনন্ত সাগর পদতলে।
শব্দহীন নীরবতা চারিদিকে মেলিয়াছে জাল।
রজনীতে শশীহীন নভোতলে তারা দীপ জ্বলে।
পূর্ব্ব গগনের সূর্য্য পশ্চিমে লুকায় রক্তভাল।
অন্তহীন কাল ধরি তারি মাঝে চলিয়াছি যেন,
কবে যাত্রা করেছিনু আজি যেন নাহি আর মনে,
অনন্ত কল্লোলবাহী নীলসিন্ধু সফেদ সফেন
চেতনা আচ্ছন্ন করে দিবানিশি স্বপ্নে জাগরণে।
তারি মাঝে খনে খনে মনে পড়ে কার হাসি খানি
ক্লিষ্ট, ক্লান্ত, সকরুণ। কারে যেন আসিয়াছি ফেলি,
কে যেন রয়েছে বসি অন্তরে বহিয়া দীপ্ত বাণী।
নিমেষে সকল হিয়া ওঠে মম ব্যথায় উদ্বেলি।
স্বপ্ন পরপারে যেন লক্ষ্মী কোথা রহিয়াছে বসি
তিমির সমুদ্র মাঝে দিবানিশি উঠিছে উচ্ছ্বসি।

১৯২৮

অভিসারিকা

বেদনায় তুমি বারে বারে সখি আসিয়াছ কাছে মোর,
অশ্রু-উছলা দীপ্ত নয়ন ভুলালো এ অন্তর।
তোমার পরাণে দিবস রজনী জ্বলে অগ্নির শিখা,
তাইতো ঝলিল ললাটে তোমার দুঃখের রাজটীকা,
নয়নে তোমার তাইতো বহিল অশ্রুর নির্ঝর!

তোমারে যেদিন প্রথম দেখিনু সেদিন জেনেছি মনে
নহ ঝরা পাতা—তুমি কভু ভেসে চলনি স্রোতের সনে।
ঝঞ্ঝার মুখে যেজন দাঁড়ায় ঝটিকা তাহারে হানে
অগ্নি উল্কা বৃষ্টিধারায় ভীষণ মৃত্যুবাণে,—
সে কথা জানিয়া লয়েছ বরিয়া সংগ্রাম আবাহনে।

আঘাতে যখন হৃদয় বিদারি অবাধ্য আঁখি ঝরে,
উন্নত শিরে তখনো চলেছ একেলা পথের পরে।
সঙ্গীরা সবে থাকে পিছে পড়ি, গায়ে দেয় ধূলা কেহ,
জাগায় নিন্দা বিদ্রূপ রোষ সংশয় সন্দেহ,
আপন প্রদীপ জ্বালি চল তুমি নির্ভীক অন্তরে!

জানিনা কি আলো লক্ষ্য করিয়া চলেছ তিমির রাতে?
বেদনা-সাগর লঙ্ঘন করি কি চাহ নূতন প্রাতে?
মনের গোপন স্বপন কি সেথা কুসুমে রয়েছে ফুটি?
জীবনেরে বাঁধে বন্ধন যত সেথা কি গিয়াছে টুটি?
—কিছু না জানিয়া চাহে মম হিয়া চলিতে তোমার সাথে।

লণ্ডন, ১৯২৮

তৃপ্তি

আমার এ প্রেম সখি শুধু নিবেদন।
নাই বা জানিলে তুমি আজি মোর মন
রচিছে তোমারে ঘেরি সোনার স্বপন।

তোমারে হেরিতে শুধু চাহি দূর হতে,
ঢালিতে প্রাণের প্রীতি আনন্দের স্রোতে
অশ্রু-হাসি মুখরিত তোমার জগতে।

আমার হৃদয়ে যদি ব্যথা কভু বাজে
সে দুঃখ গোপনতম রবে চিত্তমাঝে,
আসিব তোমার কাছে উৎসবের সাজে।

আসিবে ঘনায়ে যবে বিদায়ের বেলা
লুকায়ে হাসির তলে বেদনার খেলা
সন্ধ্যার আঁধার পথে ফিরিব একেলা।

তোমার আনন্দমাঝে মোর অশ্রুমালা
ঝলিবে মুকুতাসম তব কণ্ঠে বালা।

অক্সফোর্ড, ১৯২৯

জন্মদিন

আজি এ প্রভাতে তোমারে স্মরণ করি
বন্ধু, আমার হৃদয় উঠিল ভরি।
ফাল্গুন দিন, উজল তপন হাসে,
সুনীল আকাশে লঘু মেঘদল ভাসে,
তুষার বাঁধন মুক্ত ধরণীমাঝে
নব বসন্ত নামিছে নবীন সাজে।

বহুদিন আগে আজিকার এই দিনে
এ ভুবন মাঝে এসেছিনু পথ চিনে?
কোথা হতে যেন আসিয়াছি ধরামাঝে
কোথাকার স্মৃতি ভুলায় সকল কাজে,
কোথাকার আলো যেন নিশিদিন জ্বলে
প্রতিদিবসের অভিজ্ঞতার তলে।

আজিকার দিনে মনে পড়ে বারে বারে
জীবনের মম সুরু ধরণীর দ্বারে।
মনে লাগে ভয় জীবনের খেলাঘরে
প্রহর কাটায়ে ফিরিব রিক্ত করে,
দিবসের যত সোনার নিমেষ গুলি
অলস হেলায় বিফলে কাটাব ভুলি।

যে দিবস কাটে ফিরিবেনা কভু আর,
হৃদয়ে জাগিবে বেদনার হাহাকার।
আজি বিদেশের দূর নদীকূলে বসি
অতীত দিনের স্মৃতি মনে পড়ে খসি।
শ্যামল দেশের সোনার রবির হাসি
বাঁশীর মতন বাজিছে হৃদয়ে আসি।

সে আলোর মাঝে তোমার হাসির স্মৃতি
সঙ্গীত রচে অন্তর মাঝে নিতি।
তোমার উদার নয়নে কিসের আশা,
কী মহান কথা খুঁজিয়া ফিরিছে ভাষা?
কী সত্য তুমি পেয়েছ মনের মাঝে
বিপুল গরিমা আনি দিল সব কাজে?

অক্সফোর্ড ১৯২৯

প্রতিমা

কোন ফাল্গুনে কোন নদী তীরে
সে কোন সোনার সাঁঝে
কে বিদেশী কবি মানস প্রিয়ারে
হেরিলে বনের মাঝে ?
চিরদিন ধরি খুঁজিয়াছ যারে,
কাটিল জীবন যার অভিসারে,
সকল প্রয়াস এড়ায়ে ফিরিল
তোমার দিনের কাজে।
কেমনে সহসা তাহারে হেরিলে
সেদিন সোনার সাঁঝে ?

কোন পল্লীর বধূ এসেছিল
বুঝি সিনানের তরে ?
অস্ত রবির স্বর্ণ কিরণ
নিবিড় কবরী পরে।
তরুণ তনুর চারুবাস খানি
খুলিতে সহসা কেন লাজ মানি
থমকি দাঁড়াল পাষাণ মূরতি
গভীর কুণ্ঠাভরে ?
কিশোরী ভুলিল এসেছিল ঘাটে
সন্ধ্যা সিনান তরে।

কবির হৃদয়ে রহিল জাগিয়া
কুণ্ঠার ছবিখানি,
নিমেষের লাগি হেরেছিল বুঝি
স্বপ্নপুরীর রাণী।
সন্ধ্যার আলো কখন মিলালো
রজনী গগনে মাণিক বিলালো,
মুগ্ধ পরাণ কবির হৃদয়
ভরিয়া বাজিছে বাণী,
কেমনে ভুলিবে নদী তটে বনে
কুণ্ঠার ছবিখানি ?

কিশোরী দেহের মাধুরী জাগালো
কঠিন পাষাণ মাঝে।
সিনান লগনে রয়েছে দাঁড়ায়ে
ত্রস্ত বিপথু সাজে।
চকিত চোখের দৃষ্টিতে ভয়
সকল অঙ্গে যৌবন জয়,
স্খলিত বসন টানিয়া পীবর
বক্ষ ঢাকিছে লাজে,
তরুণ তনুর লাজ লীলা আভা
শীতল পাষাণ মাঝে।

ল্যুভ্‌র্ ১৯২৯

কিশোরী

হেরিনু দিনের শেষে
গোধূলির সোনা পড়েছে আসিয়া
তোমার সোনার কেশে।
নাহি তব বেশ, নাহি কোন ভূষা,
কেবল নয়নে লাজারুণ উষা,
করুণ বাহুর আড়ালে লুকায়ে
তরুণ দেহের লাজ,
মনের বনের সোনার হরিণী
কিশোরী দাঁড়ালে আজ!

তখন ভুবনে আঁধার ঘনায়
দিবসের অবসান,
মন্দচ্ছন্দা আলোক বাজায়
রবির বিদায় গান।
সন্ধ্যা তপন গগম কোণায়
তোমারে হেরিয়া ভোলে আপনায়।
স্তব্ধ মূরতি রহিল চাহিয়া
কিশোরী দেহের পানে,
নিঃশেষে ঢালি দিল ভাণ্ডার
তব যৌতুক দানে।

সাথী

আলোর কুমারী রয়েছ ফুটিয়া
রক্ত কমল সম,
কেমন করিয়া তোমারে লুকাবে
রজনী নিবিড়তম ?
তোমার পরশে নিশীথের কালো
টুটিয়া হাসিল গোধূলির আলো,
অপরূপ দেহ কিরণ বসনে
ঘেরিয়া দাঁড়ালে তাই।
এত রূপ যার তার কিগো কভু
দেহের বসন চাই ?

তরুণ তনুর ললিত লীলায়
তরুণ মনের ছবি,
আলোক ছায়ায় রেখায় বরণে
বহে রূপ-জাহ্নবী।
স্বর্ণ কেশর পড়ে আসি বুকে,
গোধূলি-দীপ্তি লাজস্মিত মুখে,
কম-কুণ্ঠায় সারা দেহখানি
প্রভাত কুসুম সম।
কিশোরী মনের রূপের স্বপন
ফুটিল নয়নে মম।

ল্যাড্‌ব্‌, ১৯২৯

শান্তি

যে শান্তি গৃহের কোণে স্নেহস্নিগ্ধ ছায়া
মেলি রচে ধরাতলে অমরার মায়া,
পরিজন প্রীতিপুষ্প অম্লান সৌরভে
ভরি দেয় এ জীবন আনন্দ-গৌরবে,
দিন হতে দিনান্তের অনাহত গতি
নীরবে তটিনী সম খোঁজে পরিণতি
অন্তহীন প্রশান্ত সে কোন সিন্ধু বুকে,—
সে নহে আমার লাগি।

নিয়ত সম্মুখে
বৈশাখী ঝটিকা যবে তুর্নিবার বেগে
বারি-বজ্র-অগ্নিগর্ভ ঘন কৃষ্ণ মেঘে
হেলায় ভাসায়ে চলে—আসন্ন ঝটিকা
বক্ষে করি তবু জ্বলে যেই দীপশিখা,
তারি চিত্তে শঙ্কাকুল সেই শান্তি সম
শান্তিতে ভরিয়া যাক এ জীবন মম।

গ্যটিঙেন, ১৯২৯

একেলা

আমার ভুবনে একেলা আমার বাস
একেলা কাটাই দিবস রজনী দীর্ঘ বরষ মাস।
আমার গগনে আমার তপন হাসে,
কালো মেঘদল নাহি মম নীলাকাশে।
সজল শ্যামল আঁধার ঘনায়ে আসে
আমার ভুবন মাঝে,
সোনার সন্ধ্যা রক্ত প্রবাহ বাসে
নয়ন লুকায় লাজে।

সে ভুবনে মোর কত দেশ কত নদী,
কত পথে কত বন, পর্ব্বতে ঘুরে ফিরি নিরবধি।
জমানো ফেনার মতন তুষার রাশি
কোথায় সুদূর গগনে উঠেছে ভাসি,
সোনার ফসলে ধরণীর স্নেহ হাসি
কোথাও উঠেছে ফুটে,
নির্ঝর ধারা কোথা হতে বেগে আসি
কোথায় চলেছে ছুটে।

সাথী

তরু ছায়া তলে যতনে বাঁধিব বাসা,
ছোট ঘরে মোর ছোট সুখ দুখ ছোট সাধ ছোট আশা।
তাহারে ঘেরিয়া দক্ষিণ বায়ুভরে
বসন্ত বাগে ফুল ফোটে থরে থরে,
শরত নিশীথে গোপন শেফালী ঝরে
লক্ষ্মী পূর্ণারাতে।
নবীন স্বপন ঘনায় আঁখির পরে
প্রণয় পরশ পাতে।

তবু এ আমি-র কারার মাঝারে বসি
আপন সঙ্গ-কাতর হৃদয় ওঠে মোর নিঃশ্বসি।
চারি পাশে মোর কত কথা কত গান,
সুখ হাসি কত, ছল ভরে অভিমান,
অশ্রু সাগরে ডাকে বেদনার বান,
উচ্ছল সাড়া জাগে,
যোগ দিবে বলি সে মেলায় মোর প্রাণ
পথের ঠিকানা মাগে।

আমার বিজন হৃদয় বেলার পরে
বাহির ভুবন হইতে নিয়ত ঢেউ এসে ভেঙে পড়ে।
সফেণ বারির কেন এ চঞ্চলতা ?
কি কহিতে চায় বুঝিতে পারিনা কথা,
সিন্ধুর পার হতে আসে কী বারতা ?
যতই বুঝিতে চাহি,
কেমনে জানিব আপন অভিজ্ঞতা-
সীমারেখা অতিবাহি।

সাথী

সকলের মুখে মুগ্ধ নয়নে হেরি,
এত কাছে তবু চির রহস্য সবারে রয়েছে ঘেরি।
তোমার হৃদয়ে গোপন যে ব্যথা বাজে
কোনদিন নাহি সহিব এ হিয়া মাঝে।
কভু তোমাদের দিবস রজনী সাঁঝে
পারিব না দেখিবারে,
আপনার মনে চলি আপনার কাজে
পথ যেথা নেয় যারে।

আমার ভুবনে একেলা আমার বাস।
লবণ সাগর আমারে ঘেরিয়া গরজয় বারমাস।
ক্ষুদ্র সে দ্বীপে বসিয়া দিবস রাতি
দূর হতে দেখি ঘরে ঘরে জ্বলে বাতি,
তোমাদের লাগি বসে যেই গান গাঁথি
কেমনে শোনাব আসি?
কেমনে কহিব ওগো ভাই, ওগো সাথী
তোমাদের ভালবাসি?

হাইডেলবের্গ ১৯২৯

৫

প্রত্যাশা

দূরে থেকে তবু ভোলা নাহি যায়,
ভুলিবার নাহি সাধ,—
দেহ মন দিয়ে ভালবাসা সখি,
এই মম অপরাধ।
ভালো যারে বাসি কেন তারে চাই ?
সদা জাগে ভয় হারাই হারাই,
খনে খনে মনে জাগে সংশয়,
কেমনে লুকাব তারে ?
ভাল যে বেসেছ সে কথা শুনিতে
চাহি তাই বারে বারে।

আজি গরজয় সপ্তসাগর
বন্ধু মোদের মাঝে।
এত দূরে তুমি—সে কথা কেমনে
ভুলিব দিনের কাজে ?
আমার ভুবনে যবে নিশিরাত
তোমারে তখন ঘেরিছে প্রভাত।
আমার স্বপন গগন কিনারে
তোমার উষার স্মৃতি,
সুপ্তি সাগর লঙ্ঘিয়া তাই
তোমারে নেহারি নিতি।

সাথী

নিখিল ভুবনে নরনারী চলে
সকলে আপন পথে,
আপন ভাগ্য আপনি বহিয়া
নিষ্ঠুর এ জগতে।
বিজন ভুবনে নির্জ্জন হিয়া
দিবস রজনী একেলা বহিয়া
দীর্ঘ পথের শেষের লাগিয়া
চলিব বিরামহীন।
সেই পথে তুমি সাথে না আসিলে
আমার ফুরাবে দিন।

পথে যেতে যেতে তোমারে হেরিনু
সহসা পথের সাথী।
আমার বেদনা সুখ দুখ ভয়
আনিলাম মালা গাঁথি।
দূর হতে যবে দূরে চলে যাই
তখনো তোমারে অন্তরে চাই।
আপনার মনে জানি সাথে আছ
তাই নির্ভয়ে চলি।
অন্ধকারের শঙ্কা বিদারি
তাই উঠে দীপ জ্বলি।

হাইডেলবের্গ ১৯২৯

পথিক

সংসার পথে পথিক চলেছি একা
দিগন্ত পানে প্রসারিত পথ রেখা।
পশ্চাতে চাহি দেখি দূর হতে দূরে
গেছে কত দেশ নদী পর্ব্বত ঘুরে,
অতীতের স্মৃতি উদাস বিষাদ সুরে
ভরিয়া রেখেছে বন্ধুর পথখানি,—
সম্মুখে কোথা শেষ তার নাহি জানি।

স্বদেশে বিদেশে ভুবন ভরিয়া মোর
সে পথের মায়া হৃদয়ে জাগায় ঘোর।
পরিচিত যেথা বাসগৃহে দীপ জ্বলে
কানন ভরিছে বসন্তে ফুল ফলে,
শেফালি ফুটিছে নিশির আঁচল তলে,
মুগ্ধ নয়ন মেলিয়া তাহারে হেরি,—
অন্তরে তবু ডাকে দূরে কার ভেরী।

কাহারো নয়নে দেখেছি নবীন মায়া
প্রাণের স্বপন লভিল শ্যামল কায়া।
অধরের কোণে ঝলিয়াছে হাসিখানি,
কি কহিতে গিয়া সহসা ফুরায় বাণী,
অশ্রুতে হাসি নিভে যায় কল্যাণী—
দীপ্ত নয়নে গভীর ব্যথার রেখা।
—উন্মন হিয়া তবু পথে চলি একা।

সাথী

অজানা ভুবনে অজানা লোকের মাঝে
সে পথ বহিয়া এসেছি প্রভাতে সাঁঝে।
বিদেশী ফুলের অচেনা করুণ বাস
সহসা জাগায় কায়াহীন অভিলাষ,
হৃদয় ভরিয়া স্বপনিত অবকাশ।
চল জলে তরী ভাসায়ে আকাশে চাহি,
—মনে পড়ে যায় আর বেশী বেলা নাহি।

উদয় তপন লুকায় অস্তাচলে
আকাশ তখন তরল সোনায় ঝলে।
পূরবে তুষার শিখরে দিবস শেষে
দাঁড়াল রজনী লাজারুণ বধূবেশে,
শেষ আলোখানি রবি তারে ভালবেসে
বিদায়ের খনে পড়ালো মুকুট সম,
—জাগে মনে পথ শেষ হয় নাই মম।

সে পথের কভু শেষ যেন নাহি হয়।
—না মিলিলে ঘর তবু মনে নাহি ভয়।
বন্ধুর কত গিরি হয়ে এনু পার,
কত নদী হ্রদ দেশ বন কান্তার,
হাসি কান্নার আলোক অন্ধকার,—
তবু আজো পথ সমুখে রয়েছে পড়ি
তাই চলা শুধু দিবস রজনী ভরি।

গ্রেণোব্‌ল্‌, ১৯৩০

আবর্ত্তন

শুধু আমি একা নাহি চলি এ ভুবনে
যাহা কিছু সবি চলিয়াছে খনে খনে।
অবিরাম গতি বহে সময়ের ধারা।
নিমেষে এড়ায়ে বর্ত্তমানের কারা
ভবিষ্যতের গুহায় অতীত হারা।
জীবন চলিছে সুখদুখ চঞ্চলা
সে চলার মাঝে আমারো একেলা চলা।

যে ফুল ফুটিছে শ্যাম ধরণীর কোলে
নিদাঘ প্রভাতে প্রথম নয়ন খোলে।
যাত্রা করেছে সুরু কবে কোথা হতে।
ভেসে যেতে যেতে চিরজীবনের স্রোতে
বন্দিনী হেথা আলোকের ছন্দতে।
তবু সন্ধ্যায় বাঁধন খসিয়া পড়ে
আপনার পথে চলে যায় অকাতরে।

পথিক পবন দিবানিশি ঘরছাড়া
ভুবন ভরিয়া বেড়ায় বাঁধন হারা।
হৃদয় মেলিয়া যে ফুল রয়েছে ফুটি,
তরুতলে যেই ছায়াখানি পড়ে লুটি,
স্বপন শশীর শ্বেত স্মিত মায়া টুটি
উদাসী সমীর আপনার বেগে চলে,
ধরা নাহি দেবে কভু কারু শৃঙ্খলে।

সাথী

ধরণী চলিছে মহাশূন্যের বুকে
দুর্ব্বার বেগে অনিবার সম্মুখে।
সে চলার পথে কত রবি শশী তারা
বারে বারে হল ধ্বংশের মাঝে হারা,
নব সৃষ্টিতে নবজীবনের ধারা।
যুগ যুগান্ত বহিল নূতন করি,
নবীন স্বপনে নবীন নয়ন ভরি।

আমারো পরাণে চলিয়াছে সারা বেলা,
বেদনা হরষ অশ্রু হাসির মেলা।
আকাশ কুসুম জ্বালায়ে রঙীন বাতি
কোথা উৎসবে চলে উজলিয়া রাতি,
কাহার বিরহ খুঁজে ফিরে হারা সাথী,
কোন অভিমান ছুটে চলে দিশাহারা,
কোন আশা পথে আজো খুঁজে ধ্রুবতারা ?

সময়ের ধারা অবিরাম গতি চলে
প্রভাতের ফুল লুটায় ধূলির তলে।
বাতাস বাঁধন নাহি মানে কোন মতে,
ধরণী চলিছে ভাসি সৃষ্টির স্রোতে,
অশ্রু ও হাসি চলে হৃদয়ের পথে।
জীবন চলিছে সুখ দুখ চঞ্চলা
সে চলার মাঝে আমারো একেলা চলা।

ম্যানসেন ১৯৩০

তরী

হৃদয় আমার অকূল সাগর জলে
দিশাহারা তরী দিবস রজনী চলে।
নাহি তার হাল, তবু পাল থাক তোলা।
ঊনপঞ্চাশী দেয় তারে দিক দোলা।
লক্ষ্য না থাকে, আছে তো আকাশ খোলা,
আছে তো সাগরে সীমাহীন পরিসার,
কোথা হতে কোথা চিরদিন অভিসার।

সে তরণী মাঝে কভু জ্বালি দীপ খানি,
হৃদয়ের আশা সঙ্গীতে রচে বাণী।
সাজাইয়া ডালা সযতনে মালা গাঁথি
কার পথ চেয়ে বসে থাকি সারা রাতি,
নিশি কেটে যায় নাই বা মিলিল সাথী।
প্রভাত আলোকে তরণী ভাসিয়া চলে
অলক্ষ্য পানে অকূল সাগর জলে।

সোনার প্রভাতে আকাশ কিরণে ভরা
চঞ্চল পথে কানাকানি বাজে ত্বরা।
কুজ্ঝটিকার যবনিকা খানি হরি
দূর দিগন্ত আলোকে উঠিল ভরি।
অকারণ সুখে উঠে হিয়া গুঞ্জরি—
মৃত্যুর পথে জীবনের অভিযান,
তরুণ হিয়ার চির বিজয়ের গান।

সাথী

সে পথ চলায় কতবার কত দেশে
নিমেষের লাগি তরণী ভিড়িল এসে।
কোথাও চলিছে হৃদয়ের বেচা কেনা।
উছল হাসিতে যার সাথে হল চেনা
অশ্রুতে হবে শুধিতে তাহার দেনা।
—তবু ঘাটে হায় বিরামের বেলা নাহি
দিবস রজনী চলেছি তরণী বাহি।

মধ্য দিনের প্রখর কিরণ তলে
দুরাশা জ্বলিছে দীপ্ত সাগর জলে।
সিন্ধুর বুকে বিছায় সন্ধ্যারাণী
দিবসের শেষে সোনার শয়ন খানি,
লজ্জা অরুণ গোপন হিয়ার বাণী
বর্ণ লীলায় খোঁজে মূক পরকাশ।
স্নিগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকে নীলাকাশ।

অচেনা সাগরে মায়াবী শশীর করে
মরকত দ্বীপ ভাসে নয়নের পরে।
সাগর ভরিয়া জোয়ারের সাড়া জাগে
দখিন বায়ুর নিশ্বাস পালে লাগে,
সফেদ সফেন পথে ছুটে চলে আগে
উর্ম্মি লঙ্ঘি লক্ষ্যবিহীন তরী—
জীবনের বেগে মৃত্যুরে উত্তরি।

ম্যনসেন ১৯৩০

দানিয়ুব

সন্ধ্যা আলোকে মুছিল দিনের জ্বালা
শান্ত আকাশে ঝলিছে তারার মালা।
পূর্ব্ব গগন প্রান্তে সোনার ভাতি
আশার প্রদীপ জ্বালায়ে রেখেছে রাতি,
স্বপন নিমেষ মুক্তামালায় গাঁথি
রাখিল নীরবে দিবসের উপহার
স্নেহের মতন স্নিগ্ধ অন্ধকার।

দানাওর বুকে তরণী ভাসিয়া চলে,
তীরে দূরে দূরে বাসগৃহে দীপ জ্বলে।
আকাশ পটের উদার প্রসার পরে
ছায়ার রেখায় গিরিমালা থরে থরে
ছবির মতন আঁকিল সন্ধ্যা করে।
তারি পানে চাহি মুগ্ধ নয়ন মেলি
স্মৃতিতে আশায় হিয়া ওঠে উদ্বেলি।

সাথী

ক্ষুদ্র তরণী মাঝে নর নারী দল,
আলাপের সুখে গুঞ্জন কোলাহল।
কথা থেমে যায় সহসা নিমেষ শেষে
গভীর শান্ত নীরবতা ঘেরে এসে।
নয়ন মেলিয়া দূর দিগন্ত দেশে
দিবস রাতির সোনার মিলন হেরি
স্বপনের আলো সকল ভুবন ঘেরি।

প্রশস্ত নদী, জলে মৃদু কল্লোল
চঞ্চল বায়ে হরষণ হিল্লোল।
পূর্ণ সুখের দিবসের অবসানে
ক্লান্ত হৃদয়ে সুখের কোমল গানে
বিষাদের ছোঁওয়া স্বপ্নের মত আনে
কত অজানার কত অনাগত স্মৃতি
কত পথে কত হৃদয়ের স্নেহ-প্রীতি।

আলোক মুছিল কোমল অন্ধকারে
গিরিমালা ছবি মিলালো গগন পারে।
ক্ষীণ দ্বিতীয়ার বঙ্কিম শশী রেখা
জলের ওপারে গিরি শিরে দিল দেখা,
আকাশের পথে পথিক চলেছে একা
তারা ফুলদলে অপরূপ মালা গাঁথি।
—সে পথের শেষে সেও খুঁজে ফিরে সাথী?

সাথী

আমার পথিক হৃদয় আমারে টানে
কত দেশে কত নূতনের সন্ধানে।
বন্ধু যেখানে মিলিয়াছে যত বারে
স্নেহের ভিখারী আসিয়াছি যত দ্বারে,
ভিক্ষা লভিয়া আবার হারানু তারে,
আবার নূতন সঞ্চয় ফিরে খুঁজি,
যতনে প্রয়াসে তবু থাকেনাতো পুঁজি।

অনেক পেয়েছি অনেক জনার কাছে
তবু কেন হিয়া এত করে পুন যাচে ?
এ যেন আমার হৃদয়ে মরুর মত
নির্ঝর ধারা নিঃশেষ হল যত,
ফুল ফুটে হায় ঝরে পড়ে অবিরত।
নাহি পূর্ণতা নাহি কোথা অবসান,
সেই ক্ষুধা আজি হৃদয়ে জাগায় গান।

বুডাপেষ্ট ১৯৩০